তাহা—"যথা তরোমূ্ল নিষেচনেন" অর্থাৎ বৃক্ষের মূলদেশে জল দিলে যেমন শাখা-পল্লবাদিও সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকে—ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেইরূপ প্রমাণ শ্রীধ্রুবচরিত্রেও ৪।৯।৪৬-৪৭-শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় বিদূরকে বলিয়াছেন। যখন শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহারই আদেশে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সেই সংবাদ পাইয়া মহারাজ উত্তানপাদ সুনীতি, সুরুচি নাম্নী দুইটি মহিষীর সহিত শ্রীধ্রুবের সহিত পথে মিলিত হয়েন। তখন শ্রীধ্রুব-বিমাতা সুরুচিকেই প্রথমেই প্রণাম করিলে তিনিও চরণে প্রণতঃ বালক ধ্রুবকে দুই হস্তে উঠাইয়া আলিঙ্গন করতঃ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে "বেঁচে থাক, বেঁচে থাক" —এইরূপ বলিয়া-ছিলেন। তা এইরূপ স্নেহাশীর্ব্বাদ না-ই বা করিবেন কেন? যাহার প্রতি মৈত্র প্রভৃতি গুণের দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি সুপ্রসন্ন হয়েন, জল যেমন নিম্নদেশে ধাবিত হইয়া থাকে, তেমনি তাঁহাকে সকল প্রাণী প্রণাম করিয়া থাকে। সুরুচি মাতার সপত্নী ও নিজ বিদ্বেষিণী হইয়াও শ্রীভগবদারাধনা করিয়া সমাগত সেই ধ্রুবকে পুত্রবাৎসল্যে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এই প্রমাণ দ্বারা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে পরমশত্রুও যে সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইল। পদ্মপুরাণে এই বিষয়ে যেমন উল্লেখ আছে, তাহাও দেখাইতেছেন—যিনি হরিকে অর্চ্চন করিয়াছেন, তিনি নিখিল জগৎকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। স্থাবর জঙ্গম প্রাণীমাত্রেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩১ ॥

জ্ঞানবৈরাগ্যাদিসর্ব্বসদ্‌গুণহেতুত্বমুক্তম্।

যস্যাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্রসমাসতেস্থরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ ইত্যাদিনা। স্বর্গাপবর্গভগবদ্ধামাদি-সর্ব্বানন্দহেতুত্বমপ্যুক্তম্। যৎ-কর্ম্মভির্যত্তপসা ইত্যাদিনা। স্বতঃ পরমসুখদানেন কর্ম্মাদিজ্ঞানান্ত-সাধনসাধ্যবস্তূনাং হেয়ত্ব-করিতামাহ—

> ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
> ন যোগাসদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ১৩২ ॥

রসাধিপত্যং পাতালাদিস্বামিত্বং। অপুনর্ভবং ব্রহ্মকৈবল্যরূপং মোক্ষং। কিং বহুনা যৎকিঞ্চিদন্যদপি সাধ্যজাতং তৎসর্ব্বংনেচ্ছত্যেব কিন্তু মৎ মাং বিনা তাদৃশ-ভক্তিসাধ্যং মামেব সর্ব্বপুরুষার্থাধিকমিচ্ছতীত্যর্থঃ। ময্যর্পিতাত্মা কৃতাত্মনিবেদনঃ ॥ ১১ ॥ ১৪ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১৪২ ॥

অথসাক্ষাদ্ভক্তের্নির্গুণত্বং বক্তুং ভগবদর্পিতকর্ম্মারভ্য সর্ব্বেষাং তাবৎসগুণত্বমাহ একেন—